দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 APR 1992

পৃষ্ঠা 7 কলাম 7

শিক্ষার উন্নয়ন প্রসঙ্গে

গত ২৪শে এপ্রিল শিক্ষা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ফাউণ্ডেশনের ট্রাস্টি বোর্ডের বার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য প্রদানকালে শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার বলিয়াছেন, শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বেশকিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। দেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতিদান সেইসব পদক্ষেপের একটি। মন্ত্রী জানাইয়াছেন, শীঘ্রই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হইবে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডিয়া আমাদের দেশে নূতন বটে। তবে উন্নত ও উন্নয়নশীল নির্বিশেষে বহু দেশে এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় চালু আছে। সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে শিক্ষার হার বাড়াইবার এবং সমাজে শিক্ষামনস্ক পরিবেশ গড়িয়া তোলার ক্ষেত্রে এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন রহিয়াছে। নিজের চেষ্টা বা উদ্যমে লেখা-পড়া শেখা ও ডিগ্রী সংগ্রহেরই মাধ্যম উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। দেশে একটি বা দুইটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উহাদের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করিলে আশা করা যায় নবীন শিক্ষার্থী তৈরী হওয়া ছাড়াও পরিস্থিতিগত কারণে বাধ্য হইয়া কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে না পারা কিংবা মাঝপথে পড়াশোনা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হওয়া আগ্রহী ব্যক্তিরা নিজ উদ্যমে বিদ্যা ও ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ লাভ করিবেন।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আর দশটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই ক্যাম্পাস লইয়া গঠিত। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ইহার পার্থক্য হইল, বেসরক্যরী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট মান বজায় রাখার চেষ্টা সহজতর। বিশেষতঃ আমাদের মত দেশে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যেখানে ক্যাম্পাস সন্ত্রাস, ছাত্র দলাদলি, রাজনীতির সম্পৃক্ততা এবং যখন-তখন পরীক্ষা পিছাইয়া যাওয়া ও সেশন জ্যামের কারণে সমস্যার অন্তহীন আবর্তে নিমজ্জিত, সেখানে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ইচ্ছা করিলেই কঠোর নিয়ম-শৃংখলার অনুসরণের আওতায় শিক্ষার একটি উঁচু মান বজায় রাখার লক্ষ্যে শিক্ষা বিরোধী বিভিন্ন 'হেজার্ড' বা ঝামেলা হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় উহার কার্যক্রম ফলপ্রসূভাবে শুরু করিতে পারিলে উচ্চ শিক্ষার জন্য বহু মেধাবী ছাত্রের বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন পড়িবে না। অবশ্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় বৃত্তি ও সাবসিডি'র ব্যবস্থা না থাকিলে হয়তো দরিদ্র মেধাবী ছাত্রের পক্ষে সেখানে অধ্যয়ন করা সম্ভব হইবে না।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়--দুই-ই দেশে শিক্ষার প্রসার ও মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করিবে। তবে দেশের শতকরা ৮০ জন শিক্ষার্থীর লেখাপড়া যেখানে, সেইসব সন্ত্রাস কবলিত, সেশন-জ্যামের সঙ্কটে নিপতিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিবেশ উদ্ধারের জন্য সরকার কি করিতেছেন, এই প্রশ্ন না উঠিয়া পারে না। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় তো ভবিষ্যতের ব্যাপার--সরকার শিক্ষার 'বর্তমান'কে রক্ষা করিবেন কি উপায়ে তাহা নির্ধারিত হওয়া উচিত অনতিবিলম্বে। শিক্ষার লক্ষ্যে সরকার যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলিতেছেন,--ক্যাম্পাস-সন্ত্রাস দূর করার কিংবা সেশন-জ্যাম দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা এখন কিছু বলেন নাই। আমরা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সন্ত্রাসমুক্ত ও সেশন-জ্যামমুক্তরূপে দেখিতে চাই, চাই শিক্ষার সত্যিকারের মান প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিতে। দেশের জনগণের দাবীও তাহাই।

৩৪